NOV. 1 0 2000

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

34

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা ক
নিরাপত্তা ও চাকরির বাজার

আসিফ কবির

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য অনভিপ্রেতভাবেই সমস্যা ডেকে আনছে। বহু শিক্ষার্থীর জীবন ও স্বপ্নের অপ্রত্যাশিত যবনিকা ঘটে গেছে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত শিক্ষাজীবনের কারণে। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের জীবন থেকে অতিরিক্ত যে বছরগুলো চলে গেছে, তা সমুদয় যোগ করলে আজ আমরা হাজার বছর পিছিয়ে পড়েছি। অথচ এর ক্ষতিপূরণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই বাস্তবতায় কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা হবেন প্রথম ভাগ্যবান দল, যারা ভর্তি প্রক্রিয়ায় এই ছোট ও অমূল্য জীবনের একটি বছর বিসর্জন দিতে বাধ্য হবেন না। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আগের ব্যবস্থায় এক বছর অনর্থক জলাঞ্জলি দেয়ার কারণে বহু শিক্ষার্থী ভারতসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে, এশিয়ার অনেক দেশে বিশেষত দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাড়ি জমাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আরও সামর্থ্যবানরা যায় ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া। আজকাল সন্ত্রাস, সেশনজট,ভর্তি পরীক্ষার দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ায় মেধাবী অনেক ছাত্রই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ভর্তি হয়ে— 'ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ সামর্থ্যবানদের জন্যই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়', সেই ধারণাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিচ্ছে। এ ধারার বিরুদ্ধে উপাচার্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে খুবই সময়োপযোগী। এছাড়া সাম্প্রতিক-কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ চালু, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, আরও বর্ধিত কলেবরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে গতিশীল করা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন— সবই আমাদের আশান্বিত করছে। এ সকল উদ্যোগই আমাদের চলমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব নিয়ে আসতে পারে। এর পাশাপাশি নতুন গৃহীত এ ব্যবস্থা অনেক সংকটও তৈরি করবে, তার প্রতিকার ব্যবস্থাও আমাদের আগেভাগেই ভেবে রাখা দরকার।

প্রথম থেকেই ভেবে রাখা দরকার, বরাবরের চেয়ে অনেক আগে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ঘোষণা অনুসারে আগেভাগে ক্লাস আরম্ভ হলে কি কি সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে। প্রথমেই সমস্যা দেখা দেবে স্থানাভাব। স্থান সংকুলান প্রশ্নে বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব এসেছে ঃ বুয়েটের ক্ষেত্রে সাময়িক আবাসিক ব্যবস্থা হিসেবে টিনশেড নির্মাণ এবং রাতে ক্লাস নেয়া। এছাড়াও আরও একটি সমস্যা নীতিপ্রণেতাদে
রাখতে হবে; তা হলো ১৯৯৯-২০০
২০০১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রায়
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে
খোঁজে বের হবেন। ফলে দু বর্ষের শি
একই চাকরির বাজারে "প্রার্থী" হ
ছাত্রছাত্রী। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা
মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশ জর্ড
আম্মানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী বে
বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশের সাথে
মতো। উপরন্তু, ২০০০-২০০১ শি
নতুন সিলেবাসের আওতায় মাধ্যমিক
সমাপ্ত করায় তাদের ভর্তি পরীক্ষার
কারণেই পরিবর্তিত হতে পারে। সে
সুযোগ প্রার্থী ১৯৯৯ সালের এইচ
সংখ্যাটিও মাথায় রাখতে হবে।

রাতে ক্লাস নেয়ার ক্ষেত্রে ইসলা

ঝুলন্ত ব্রিজ নির্মাণ
৮। রুমা উপজেলাধী
সংস্কার ও উন্নয়ন
৯। -ঐ- থানচি থানা
উপর ঝুলন্ত ব্রিজ
১০। -ঐ- বলিপাড়া নদী
১১। -ঐ- থানচি সদরে
বিহার নির্মাণ।
১২। -ঐ- লামা থানা
উন্নয়ন।
১৩। -ঐ- লামা মুখ মস
১৪। -ঐ- চাম্বী বাজার
১৫। -ঐ- লামা টাউন হ
১৬। -ঐ- লামা উচ্চ বি
ড্রেইন নির্মাণ।
১৭। -ঐ- সরই ইউ
মসজিদ নির্মাণ।
১৮। -ঐ- গজালিয়া
এলাকায় সোনাইছ
১৯। -ঐ- আলীকদম উ
উন্নয়ন (ড্রেইন)।